যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

NOV. 08 2002

ছাত্রলীগের অছাত্র বিবাহিত ও নিষ্ক্রিয় নেতারা বাদ পড়ছেন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অছাত্র, বিবাহিত এবং নিষ্ক্রিয় নেতাদের বাদ দেয়া হচ্ছে। সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতি আনার জন্য এদের বাদ দিয়ে সক্রিয়দের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

গতকাল সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক জরুরি সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অনুসন্ধান চালিয়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

গত ৩ এপ্রিল জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি গঠিত হওয়ার পর থেকে নতুন কমিটির নেতাদের

হয়। ১৯১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সক্রিয় করার জন্য ওই সময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হাজিরা খাতা খোলা হয়েছিল। তখন হাজিরা খাতায় সর্বোচ্চ ৫৩ জনের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল। দৈনিক ৩০ থেকে ৫০ জনের বেশি নেতা কেন্দ্রীয় কার্যালয় কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে কখনও যাননি। অভিযোগ রয়েছে, ত্যাগী, যোগ্য, নিয়মিত ও সক্রিয় নেতাদের বাদ দিয়ে অছাত্র, নিষ্ক্রিয়, বিবাহিত ও ব্যবসায়ীদের দিয়ে এ কমিটি গঠন করায় আন্দোলন-সংগ্রামে নেতাকর্মীদের উপস্থিতি আশানুরূপ

হয়নি। এ অবস্থায় বিষয়টি তদন্তের জন্য ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন হয়েছিল।

অর্ধশত অছাত্র ও ব্যবসায়ী পদ পেয়েছেন বলে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু রিপোর্টটি অদৃশ্য হাতের ইশারায় আর প্রকাশ হয়নি বা রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি।

দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ থাকার পর সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ শীর্ষ তিন নেতা কিছুদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও রাজপথের সরকারবিরোধী আন্দোলন জমছে না। সূত্র জানায়, এজন্য বিরোধী দলীয় নেত্রী ও ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা গত বুধবার ছাত্রলীগ নেতাদের ডেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তিনি সংগঠনের যেসব শাখার কমিটি এ বছর গঠিত হয়নি সেগুলো পুনর্গঠনের নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ওপর সব ধরনের ক্ষমতাও